রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারী ২৬, ২০০৪

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৪ই ফাল্গুন, ১৪১০/২৬শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৪

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৪ই ফাল্গুন, ১৪১০ মোতাবেক ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০০৪ সনের ৬ নং আইন

তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ খাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ পরিচালনা নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিসহ গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার লক্ষ্যে একটি ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার জন্য বিধানকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু দেশের তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ খাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ পরিচালনা নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিসহ গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার লক্ষ্যে একটি ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট আইন, ২০০৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেই তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) "ইন্সটিটিউট" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট ;

মূল্য ঃ টাকা ৩.০০

(খ) "চেয়ারম্যান" অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান ;

(গ) "পেট্রোবাংলা" অর্থ The Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation Ordinance, 1985 (Ord. XXI of 1985) এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন ;

(ঘ) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান ;

(ঙ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি ;

(চ) "বোর্ড" অর্থ ইন্সটিটিউটের গভর্নিং বোর্ড ;

(ছ) "মহাপরিচালক" অর্থ ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালক ; এবং

(জ) "সদস্য" অর্থ বোর্ডের সদস্য।

৩। **ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা**।—(১) এই আইন কার্যকর হওয়ার পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, এই আইনের বিধান অনুসারে "বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট" নামে একটি ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) ইন্সটিটিউট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **ইন্সটিটিউটের কার্যালয়**।—(১) ইন্সটিটিউটের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে দেশের যে কোন অঞ্চলে উহার শাখা বা ক্যাম্পাস স্থাপন করা যাইবে।

৫। **ইন্সটিটিউটের কার্যাবলী**।—ইন্সটিটিউটের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ খাতের সকল পেশাজীবী ও কর্মকর্তাকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ, উক্ত খাতের গবেষণা ও উন্নয়ন এবং শিক্ষা বিষয়ক কর্মকান্ড পরিচালনা ও ক্রমান্বয়ে এই সকল কর্মকান্ডের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণের উপযোগী স্থাপনাদি উন্নয়ন ও সুযোগ সৃষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশ করা ;

(খ) গবেষণা এবং কন্সালটেন্সীর মাধ্যমে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনসহ তৈল, গ্যাস ও খনিজ খাতে নিয়োজিত সরকারী সংস্থাকে সহায়তা প্রদান করা ;

(গ) তৈল, গ্যাস ও খনিজ অনুসন্ধান কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সমীক্ষা, পরীক্ষা, উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ ইত্যাদি পরিচালনা এবং এতদসংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা করা ;

(ঘ) একই ধরণের কর্মকান্ডে নিয়োজিত বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সরকারী, বেসরকারী সংস্থা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং ইন্সটিটিউটের কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন ও স্বীকৃতি লাভের জন্য যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করা ;

(ঙ) আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে তৈল, গ্যাস ও খনিজ বিষয়ক একটি জাতীয় তথ্য ব্যাংক স্থাপন এবং ইন্সটিটিউটকে পেট্রোলিয়াম ও খনিজ সম্পদ সেক্টরের রেফারেন্স কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা ;

(চ) ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কোর্স ডিজাইন, কারিকুলাম ও সিলেবাস প্রণয়ন করা ;

(ছ) জাতীয় তথ্য ব্যাংকে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত বিভিন্ন উপাত্ত, প্রতিবেদন ও তথ্য প্রকাশ এবং বিক্রয় করা ;

(জ) ইন্সটিটিউট কর্তৃক প্রদত্ত সার্ভিস ও পরিচালিত যাবতীয় কর্মকান্ডের জন্য বোর্ড কর্তৃক ধার্যকৃত ও অনুমোদিত হারে "ফি" গ্রহণ করা ;

(ঝ) ইন্সটিটিউটের প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষাগার, ওয়ার্কশপ, ডরমিটরী ও অন্যান্য সুবিধাদি স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা ; এবং

(ঞ) প্রাতিষ্ঠানিক উৎকর্ষ সাধনে বিশ্বের অন্যত্র পরিচালিত অনুরূপ ইন্সটিটিউটের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করা।

৬। **ইন্সটিটিউটের পরিচালনা।**—ইন্সটিটিউটের পরিচালনা ও উহার প্রশাসন একটি গভর্নিং বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ইন্সটিটিউট যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যসম্পাদন করিতে পারিবে গভর্নিং বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যসম্পাদন করিতে পারিবে।

৭। **গভর্নিং বোর্ড।**—নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে গভর্নিং বোর্ড গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক)	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব	- চেয়ারম্যান
(খ)	পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান	- সদস্য
(গ)	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান	- সদস্য
(ঘ)	বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক	- সদস্য
(ঙ)	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের একজন যুগ্ম-সচিব	- সদস্য

(চ) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম-সচিব - সদস্য

(ছ) সরকার কর্তৃক মনোনীত বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পেট্রোলিয়াম এন্ড মিনারেল রিসোর্সেস ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট এর একজন অধ্যাপক - সদস্য

(জ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের একজন অধ্যাপক - সদস্য

(ঝ) বাংলাদেশ জিওলজিক্যাল সোসাইটি কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি - সদস্য

(ঞ) ইন্সটিটিউট এর মহাপরিচালক - সদস্য-সচিব।

৮। **বোর্ডের দায়িত্ব ও ক্ষমতা**।—(১) বোর্ডের নিম্নরূপ দায়িত্ব ও ক্ষমতা থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) এই আইন ও বিধি অনুযায়ী ইন্সটিটিউটের সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনা;

(খ) ইন্সটিটিউটের প্রশাসন এবং কার্যধারা পরিচালনা সংক্রান্ত প্রবিধান প্রণয়ন;

(গ) ইন্সটিটিউটের হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহিঃনিরীক্ষক নিয়োগ;

(ঘ) ইন্সটিটিউটের অর্গানোগ্রাম অনুমোদন ও নিয়োগ বিধি অনুযায়ী স্থায়ী, অস্থায়ী বা খন্ডকালীন জনবল নিয়োগ;

(ঙ) ইন্সটিটিউটের বাজেট অনুমোদন;

(চ) ইন্সটিটিউটে কর্মরত পেশাজীবী ও কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ ; এবং

(ছ) এই আইন বা বিধিতে প্রদত্ত দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যাবলী গ্রহণ।

(২) বোর্ড উহার যে কোন ক্ষমতা পূর্ণাঙ্গ বা আংশিকভাবে প্রয়োজনবোধে চেয়ারম্যান, সদস্য বা মহাপরিচালককে অর্পণ করিতে পারিবে।

৯। **সদস্যদের মেয়াদ**।—(১) ধারা ৭ এর দফা (ছ), (জ) এবং (ঝ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণের মেয়াদ হইবে তাহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে ৩ বৎসর।

(২) ধারা ৭ এর দফা (ছ), (জ) এবং (ঝ) এর অধীন মনোনীত কোন সদস্যের পদ শূন্য হইলে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য উক্ত পদে অন্য কোন ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে নিয়োগ করা যাইবে।

১০। **বোর্ডের সভা**।—(১) চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে এবং স্থানে মহাপরিচালক বোর্ডের নিয়মিত ও বিশেষ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

(২) চেয়ারম্যানসহ অন্যূন ৬ (ছয়) জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাঁহার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য সদস্য কর্তৃক মনোনীত যে কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

(৪) প্রত্যেক সদস্যের একটি মাত্র ভোট থাকিবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৫) প্রতি বৎসরে অন্যূন চারটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি তিন মাসে বোর্ডে অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

১১। **বোর্ডের কার্যক্রমের বৈধতা।**—শুধু কোন সদস্য পদ শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা বা সিদ্ধান্ত অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১২। **মহাপরিচালক ও তাঁহার ক্ষমতা।**—(১) ইন্সটিটিউটের একজন মহাপরিচালক থাকিবেন, যিনি সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন এবং ইন্সটিটিউটের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(২) মহাপরিচালক—

(ক) এই আইন ও বিধি অনুযায়ী ইন্সটিটিউটের সকল প্রশাসনিক ও অর্থ বিষয়ক কার্যাদি পরিচালনা করিবেন;

(খ) ইন্সটিটিউটের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইহার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যাবলী তদারকি ও তাহাদের দিকনির্দেশনা প্রদান করিবেন; এবং

(গ) সরকার অথবা বোর্ড কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৩। **প্রশিক্ষণ কর্মসূচী।**—তৈল, গ্যাস ও খনিজ বিষয়ে পেট্রোবাংলার অধীন সকল কোম্পানীসহ জ্বালানী খাতে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারী ও আধা-সরকারী সংস্থার স্থানীয় প্রশিক্ষণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের প্রস্তুতিপর্ব ইন্সটিটিউটে অনুষ্ঠিত হইবে।

১৪। **বিশেষজ্ঞ নিয়োগ।**—(১) ইন্সটিটিউটের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে, বোর্ডের অনুমোদনক্রমে, দেশী বা বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা যাইবে।

(২) বিশেষজ্ঞগণের সম্মানী বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১৫। **তহবিল।**—বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট তহবিল নামে ইন্সটিটিউটের একটি তহবিল থাকিবে, এবং উক্ত তহবিলে নিম্নরূপ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথাঃ—

(ক) ইন্সটিটিউটের নিজস্ব আয় ;

(খ) সরকারের অনুদান ;

(গ) পেট্রোবাংলা কর্তৃক প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট ফান্ড বা অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অনুদান ;

(ঘ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ; এবং

(ঙ) বিভিন্ন দেশীয় সংস্থা, ফাউন্ডেশন এবং অন্যান্য দেশীয় সূত্র হইতে সরকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত অনুদান।

১৬। **বাজেট**।—মহাপরিচালক ইন্সটিটিউটের বার্ষিক বাজেট প্রাক্কলন করিয়া বোর্ডে পেশ করিবেন এবং ইন্সটিটিউটের তহবিলসহ অন্যান্য যাবতীয় বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া বোর্ড বাজেট অনুমোদন করিবে।

১৭। **হিসাব ও নিরীক্ষা**।—(১) ইন্সটিটিউট যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) ইন্সটিটিউটের হিসাব নিরীক্ষার জন্য বোর্ডের অনুমোদন অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর সহিত পরামর্শক্রমে, কোন চার্টার্ড একাউন্টেন্সী প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(৩) নিরীক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে ফি প্রাপ্য হইবেন এবং কোন অর্থ বৎসর শেষ হওয়ার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে, বোর্ড, নিরীক্ষা প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(৪) প্রত্যেক অর্থ বৎসরের শেষে বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ঐ অর্থ বৎসরের সকল লেন-দেন নিরীক্ষা করিবেন।

(৫) নিরীক্ষা দল সরকারের নিকট নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করিবে এবং তাহার একটি কপি ইন্সটিটিউটে প্রেরণ করিবে এবং উক্ত প্রতিবেদনে নিরীক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান ইন্সটিটিউটের হিসাব সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত প্রদান করিবে।

(৬) ইন্সটিটিউটের সার্বিক কর্মকান্ডের মূল্যায়ন নিরীক্ষার জন্য মহাপরিচালক Performance Audit এবং Evaluation Audit এর ব্যবস্থা করিবে।

১৮। **বোর্ড কর্তৃক প্রতিবেদন দাখিল**।—(১) প্রত্যেক বৎসর ৩০শে সেপ্টেম্বর এর মধ্যে বোর্ড ইন্সটিটিউটের কর্মকান্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে, তবে বিশেষ কারণে সরকার প্রতিবেদন পেশের সময় একমাস বর্ধিত করিতে পারিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনবোধে, যে কোন সময় ইন্সটিটিউট সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিবেদন তলব করা হইলে ইন্সটিটিউট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকারের নিকট উহা প্রেরণ করিবে।

১৯। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২০। **প্রবিধান প্রণয়ন ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ইন্সটিটিউট, সরকারের পুর্বানুমোদনক্রমে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২১। **বিলুপ্তি ও হেফাজত**।—(১) ইন্সটিটিউট স্থাপনের সংগে সংগে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট উন্নয়ন প্রকল্প, অতঃপর উক্ত প্রকল্প বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে।

(২) উক্তরূপ বিলুপ্ত হওয়ার সংগে সংগে উক্ত প্রকল্পের—

(ক) সকল অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সুযোগ-সুবিধা এবং সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ, নগদ অর্থ ও ব্যাংকের জমা, মঞ্জুরী ও তহবিল এবং তদসংশ্লিষ্ট বা উদ্ভুত অন্য সকল প্রকার অধিকার ও স্বার্থ এবং সমস্ত হিসাব বই, রেজিস্টার, রেকর্ড এবং তদ্‌সম্পর্কিত অন্য সকল প্রকার দলিলাদি ইন্সটিটিউটের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ;

(খ) সকল প্রকার ঋণ, দায় ও দায়িত্ব সরকারের ভিন্নরূপ কোন নির্দেশ না থাকিলে ইন্সটিটিউটের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব হিসাবে গণ্য হইবে ; এবং

(গ) কর্মকর্তা ও কর্মচারী ইন্সটিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারী ইন্সটিটিউটে বদলী হইবেন এবং তাঁহারা ইন্সটিটিউট কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং এইরূপ বদলীর পূর্বে তাঁহারা যে শর্তে চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন ইন্সটিটিউট কর্তৃক নিয়োগ বিধিমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত একই শর্তে ইন্সটিটিউটের চাকুরীতে নিয়োজিত চাকুরীতে থাকিবেন।

খন্দকার ফজলুর রহমান

সচিব।

শেখ মোঃ মোবারক হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।